দৈনিক বাংলা
তারিখ 12 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পিএসসি'র নিয়োগ নীতি

বর্তমানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ করছে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে সে ক্ষেত্রে লোক নিয়োগের নতুন তথা আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা জরুরী প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। অথচ খুব শীগ্‌গিরই এ ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণের বাইরে একজন পরীক্ষার্থী এ পদ্ধতিতে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা বিবেচনায় আনা জরুরী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঃ

প্রথমত যে নির্দিষ্ট ফরমটিতে দরখাস্ত করতে হয় সেটিকে একটি পুস্তিকার সাথে তুলনা করা যায়। শুধুমাত্র 'বর্তমান ঠিকানা' লিখতে হয় ১৩ বার। এক্ষেত্রে একজন পরীক্ষার্থী প্রিলিমিনারী পরীক্ষার জন্য P.S.C নির্ধারিত কোন ফরমের পরিবর্তে সাদা কাগজে নিজ হাতে ছবি এবং শিক্ষা সনদপত্রসহ দরখাস্ত করবে P.S.C'র আঞ্চলিক অফিস প্রধান বরাবরে। আঞ্চলিক অফিস অঞ্চল ভিত্তিতে ক্রমিক নম্বর দিয়ে প্রিলিমিনারী পরীক্ষার আয়োজন করবে। বর্তমান ১৫শ বিসিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে মাত্র ১০–১২ দিন সময় লাগবে যেখানে পূর্বে এ পরীক্ষার ফল প্রকাশে সময় লেগেছে প্রায় ৫০ দিন। 'আঞ্চলিক অফিস' বলতে দেশের ৫টি বিভাগীয় সদরে ৫টি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত যারা প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুধুমাত্র তারাই P.S.C'র নির্দিষ্ট ফরমে ২৫ টাকার পোস্টাল অর্ডার [ড্রাফট বা পে–অর্ডার নয়, কেননা এতে বাড়তি ব্যাংক ফি দিতে হয়] দিয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট ফরমটি অবশ্যই দুই পাতার মধ্যে হতে হবে। এখানে প্রিলিমিনারী পরীক্ষার ক্রমিক নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে প্রচলিত ২৭৫ টাকার পরিবর্তে মাত্র ২৫ টাকায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে P.S.C কর্তৃপক্ষও বিশাল আয়তনের দরখাস্তের অতিরিক্ত ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন।

তৃতীয় যারা লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেন তারাই যাবতীয় কাগজপত্রের মূল কপি প্রদর্শন সাপেক্ষে ঢাকার প্রধান অফিসে মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হবেন এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডাক্তারী ও পুলিশী রিপোর্টের প্রেক্ষিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

নিয়োগ পদ্ধতি

বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতি পুরাতন এবং ত্রুটিপূর্ণ থাকায় চূড়ান্ত নিয়োগে কখনো কখনো ৩০ মাসেরও বেশী সময় লেগে যায়। এ সমস্যা নিরসনে দেশের ৫টি বিভাগীয় সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং প্রার্থীরা সুবিধামতো ৫টি ভাগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। আঞ্চলিক অফিসগুলো প্রিলিমিনারী ও লিখিত পরীক্ষা নেয়ার পর সামান্য সংখ্যক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করবে। এ পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার সময়ই প্রথমবার ঢাকায় আসবেন। এতে পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রথম দুটি অনুষ্ঠান আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন প্রার্থীরা যোগাযোগ এবং অবস্থান সংক্রান্ত সমস্যা অনুভব করবে না; অন্যদিকে প্রধান দফতরও দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। এতে ৩০ মাসের পরিবর্তে ৬/৭ মাসে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হবে।

বিশেষ BCS পরীক্ষা

বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করছি যে, শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডারে 'লিখিত পরীক্ষা' বাদ দিয়ে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ক্যাডার থেকে শিক্ষা ক্যাডারের একজন প্রার্থীর অধিক পরিমাণে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, বক্তৃতাদানের সামর্থ্য এবং লেখার যোগ্যতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা এই ক্যাডারে একজন প্রার্থীর জন্য এ গুণগুলো জরুরী। কিন্তু সেক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা বাদ দিয়ে যদি একজন প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয় তা হলে কর্তৃপক্ষ প্রার্থীর এসব গুণাবলীর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন না। অন্যদিকে ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং কৃষিবিদদের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হলে তা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যাডারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এবং এতে কর্তৃপক্ষ বর্তমানের চেয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অধিক যোগ্য প্রার্থী কম সময়ে নিয়োগ করতে পারবেন। কারণ, বর্তমানে প্রচলিত প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এই তিন ক্যাডারের সিলেবাসকে স্পর্শ করে না। এটা সাধারণ ক্যাডার সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র। বিশেষ পরীক্ষার আওতায় পরীক্ষার পুরো প্রশ্নপত্রটিই আলাদাভাবে ঐ বিষয়ের ওপর হবে। যেহেতু পুরো নিয়োগ পদ্ধতি ৫টি অংশে বিভক্ত হলে কেন্দ্রীয় অফিসের কাজ অনেকাংশে কমে যাবে, তাই এই বিশেষ পরীক্ষাগুলো কেন্দ্রীয় অফিস সরাসরি নিতে পারবে।

এই প্রেক্ষিতে পুলিশ ক্যাডারকেও বিশেষ পরীক্ষার আওতায় আনা উচিত। ক্যাডেট কলেজের ছাত্র/বিএনসিসি/সমর বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমাধারীদের জন্য এখানে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা রাখা যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক হওয়া উচিত এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণের সাথে সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। কেননা, বর্তমান ব্যবস্থায় একজন প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে P.S.C তে নিয়োগের আড়াই বছর অতিক্রম করতে বয়স ২৭–২৯ হয়ে যায়। এই বয়স প্রতিরক্ষা বিভাগ বা শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভাগের জন্য প্রযোজ্য নয় বা তা অতিরিক্ত। অথবা এ ক্ষেত্রে সরাসরি সেনা অফিসার নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

জনমত জনমত

Right man for Right job
(সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোক)

প্রচলিত পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী প্রায়শ তার সংশ্লিষ্ট লেখাপড়ার বাইরে চাকরি করেন। উদাহরণস্বরূপ একজন ডাক্তার বা প্রকৌশলী যদি প্রশাসন বা পররাষ্ট্র ক্যাডারে চাকরিপ্রাপ্ত হন তা হলে তার শিক্ষা বা শিক্ষা জীবনের যথাযোগ্য মূল্যায়ন হয় না। যদি এই নিয়ম বহাল থাকে তবে আলাদাভাবে ক্যাডার সৃষ্টির যৌক্তিকতা কি?

নিঃসন্দেহে এ নিয়ম একজন ছাত্রের প্রতিভা বিকাশে বাধার সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে জাতিও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নত সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগে বিশেষ নীতি

দেশ পরিচালনার সবচেয়ে প্রধান এবং প্রথম ক্ষেত্র প্রশাসন। তাই এই ক্যাডারে নিয়োগের বেলায় অন্যান্য সাধারণ ক্যাডার থেকে কিছু বিশেষ যোগ্যতার অগ্রাধিকার থাকা উচিৎ। যেমন বিচার ক্যাডারের (Judicial) সেবা নিশ্চিত করার জন্য আইনের জ্ঞান বা ডিগ্রী হবে বাধ্যতামূলক। তেমনি প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগের ক্ষেত্রে লোক প্রশাসন/আইন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্রদের অগ্রাধিকার থাকা উচিত। কেননা রসায়ন বা গণিতে পাস করা ছাত্রদের চেয়ে উপরোক্ত বিষয়ের ছাত্ররা প্রশাসনিক সংস্কৃতির তত্ত্বের সাথে স্বভাবতই অধিকতর পরিচিত থাকবে এবং বাস্তবে এসব ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে তারা অধিক দক্ষতার পরিচয় দেবে।

সিনিয়র স্কেল বা পদে নিয়োগে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা

প্রচলিত পদ্ধতিতে সিনিয়র স্কেল বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের সরাসরি নিচের পদের নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পদোন্নতি লাভ করেন। প্রশাসনের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতি উন্নত বিশ্বের প্রেক্ষিতে একটি সীমিত ধারণা। এক্ষেত্রে প্রশাসনের পদ যতই উর্ধ্বতন বা উচ্চতর হোক্ না কেন, নির্বাচন পদ্ধতি হওয়া উচিত অবাধ প্রতিযোগিতামূলক। অর্থাৎ সরকার এ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার শর্ত বেঁধে দেবেন। এবং এর আওতায় দেশের যে কোন সেক্টরের বা যে কোন পেশার লোক নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি উর্ধ্বতন পদে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পাশা বেসরকারী ব্যাংকের সমযোগ্যতা স কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনী শিক্ষক বা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা সহ নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ক পারবেন। এবং এই দায়িত্বে থা P.S.C বা তার চেয়েও উচ্চ উচ্চতর কমিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিন্ডিকেট।

মহিলা কোটা তুলে দেয়া

পরিশেষে অবাধ প্রতিযোগিতামূল পরীক্ষায় যেখানে পুরুষ বা মহিলার কো প্রশ্ন নেই সেখানে 'মহিলা কোটা'র বিশে ব্যবস্থা থাকা যুক্তিহীন। তাছাড়া, মহিলা বর্তমানে পুরুষের সমান অধিকা দাবিদার। কিন্তু কোটা ব্যবস্থা তাদের দাবি চেয়ে বেশী পাওনা। শিক্ষাজীবনে মেয়েদে শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ–সুবি সমর্থন করা যায়। কিন্তু একই সিলেবা পড়াশুনা করে চাকরির ক্ষেত্রে 'মহি কোটা' নামে বিশেষ ব্যবস্থা থাক নির্বাচনী পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী নম্ব পেয়েও একজন পুরুষ প্রার্থীর চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাছাড়া সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলা যায় একজন মেয়ের তুলনায় একজন পুরুষের চাকরি স্বভাবতই অধিকতর জরুরী। দেশের সকল জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থা সমান নয় বলে 'জেলা কোটা' পদ্ধতি সমর্থন করা যায়। মহিলারা শুধুমাত্র শারীরিক গঠনেই পুরুষ থেকে ভিন্ন, মেধা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অংশেই তারা পিছিয়ে নেই।

গোলাম সরোয়ার
(২০তম ব্যাচ)
লোক প্রশাসন বিভাগ
চট্টগ্রামবিশ্ববিদ্যালয়।